খালেদা জিয়ার বিদেশে যেতে বাধা আইন নয়, সরকার: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। কেন সরকার তাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে দিতে চায় না? তারা আইনের কথা বলে।

এই আইনের মধ্যেই বলা আছে, ইচ্ছা করলে সরকার তাকে যেতে দিতে পারে। বাধা আইন নয়, বাধা হচ্ছে সরকার। এই অবৈধ সরকার তাকে (খালেদা জিয়া) রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি একথা বলেন। খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মৌন মিছিল করার কথা ছিল মহিলা দলের। বিক্ষোভ সমাবেশের শুরুতে মৌন মিছিল করার চেষ্টা করা হয়। এ সময় পুলিশ নেতাকর্মীদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে আটকে দেয়।

পরে সমাবেশ শেষেও তারা মিছিল করার চেষ্টা করে। তাও আটকে দেয় পুলিশ। এ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, মৌন মিছিলকেও সরকার ভয় পায়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল জোনের এডিসি এনামুল হক সাংবাদিকদের বলেন, অনুমতি না থাকা ও যানজটে জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে মহিলা দলকে মিছিল করতে দেওয়া হয়নি। তারপরও তারা দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করেছে।

মহিলা দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ঘরে ঘরে গিয়ে মা-বোনদের জাগিয়ে তুলতে হবে। সরকার ভোটের অধিকার, কথা বলার অধিকার, মৌলিক অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করছে।

১৯৭১ সালে যে স্বাধীনতাগুলো অর্জিত হয়েছিল, সেই মুক্ত সমাজ, কথা বলার স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, সেগুলো এই আওয়ামী লীগ সরকার লুট করে নিয়েছে।

ভিন্ন মোড়কে তারা এখানে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে জীবনবাজি রেখে লড়াই করতে হবে।

মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদের পরিচালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান।

সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, মহিলা দলের সহ-সভাপতি জেবা আমিন খান, নেওয়াজ হালিমা আরলী, নিলোফার চৌধুরী মনি, সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক হেলেন জেরিন খান।

কেন্দ্রীয় নেতা রহিমা শরীফ মায়া, আয়শা আখতার দিনা, মমতাজ বেগম, পিয়ারা মোস্তফা, রাজিয়া আলীম, আমেনা খাতুন, শামসুন্নাহার বেগম প্রমুখ।

বিদেশ থেকে চিকিৎসক এনে চিকিৎসা সম্ভব নয়-ড্যাব: খালেদা জিয়ার চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভব বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ)।

এ বিষয়ে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) সভাপতি হারুন আল রশিদ বলেন, খালেদা জিয়ার নিয়োজিত চিকিৎসক প্যানেলের সদস্যরা দেশের প্রথিতযশা যত চিকিৎসক আছেন, তাদের মধ্যে স্বনামধন্য।

তারা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, তার বাংলাদেশে চিকিৎসা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। এমনকি উপমহাদেশেও সম্ভব নয়। এর বিপক্ষে সরকারের অবস্থান যা, ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে বিএমএ।

তারা খালেদা জিয়ার চিকিৎসার মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বুধবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা উপস্থাপন, বিদেশে সুচিকিৎসা ও স্থায়ী মুক্তির দাবিতে এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

ড্যাব সভাপতি বলেন, খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষিত চিকিৎসক দল ও সরঞ্জাম প্রয়োজন। সে জন্য চিকিৎসক এনে তার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

তারা বিদেশ থেকে চিকিৎসক এনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা করার কথা কালক্ষেপণ ও সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য বলছে।

ড্যাবের মহাসচিব আবদুস সালাম বলেন, খালেদা জিয়ার লিভার সিরোসিস হয়েছে। লিভার সিরোসিস তো দূরের কথা, বাংলাদেশে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট পর্যন্ত হয় না।

আজ পর্যন্ত দুটি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে, তার মধ্যে একজন মারা গেছে, আরেকজনের অবস্থা ভালো নয়। সুতরাং লিভার সিরোসিসের চিকিৎসা বাংলাদেশে হয়, এটা ভুল তথ্য।

খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার তথ্য তুলে ধরে হারুন আল রশিদ বলেন, যে সর্বশেষ খবর জেনেছি, তার হিমোগ্লোবিনের লেভেল কিছুটা কমেছে।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, সেগুলোর রেজাল্ট এখনো আসেনি। তার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে সোমবার রাতে তার আবারও রক্তক্ষরণ হয়েছে। সে কারণেই হয়তো হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কিছুটা কমেছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন ড্যাবের মহাসচিব আবদুস সালাম। লিখিত বক্তব্যে খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার মৌলিক সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানদের সমাবেশ ৬ ডিসেম্বর: বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে ৬ ডিসেম্বর সমাবেশ করবে উপজেলা পরিষদের বিএনপিপন্থি সাবেক চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যানরা। বুধবার এ কর্মসূচির কথা জানান সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আবু আশফাক।

তিনি বলেন, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানদের নিয়ে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আমরা বৈঠক করেছি। বৈঠকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সূত্র জানায়, বৈঠকে উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানদের মধ্যে ৬০-৭০ জন অংশ নেন। বৈঠক থেকে ঢাকার খন্দকার আবু আশফাক, কুষ্টিয়ার জাকির হোসেন, বগুড়ার শাহে আলমকে সমাবেশ সফল করতে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গাংনীর গাঁড়াডোব গ্রামে নির্বাচন পরবর্তি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া-পুলিশ মোতায়েন

ধানখোলা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের পরাজিত মেম্বর জাকারিয়া হোসেন জিকরির ভয়ে এলাকা ছাড়া হয়েছে বিনপি সমর্থক ভোটাররা।
আজ সোমবার (২৯ নভেম্বর) সকালের দিকে দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে এ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, সদ্য সমাপ্ত ইউপি নির্বাচনে সাবেক ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি বর্তমান (আওয়ামীলীগ কর্মি) জিকিরিয়া ওই ওয়ার্ডে ফুটবল মার্কা প্রতিকে ৮৪৬ ভোট পান। এ ওয়ার্ডে বর্তমান মেম্বর হাবিবুর রহমান(ফিরোজ) ১৭১২ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বারের মত সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। রাতে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন সদ্য যুবদল থেকে আসা নব্য আওয়ামীলীগ কর্মী জিকরি।

আজ সোমবার সকাল থেকে গাঁড়াডোব গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে ইয়াকুব আলী, নুর মহম্মদের ছেলে কাবারুল ইসলাম, মাজেদ আলীর ছেলে আবু তালেব, ভোলা শেখের ছেলে শিলন হোসেন, মুলুক হোসেনের ছেলে ইসমাইল সহ বিভিন্ন লোকজনকে তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে হুমকী দিচ্ছেন। সকাল থেকেই বিজয়ী ইউপি সদস্য ফিরোজ হোসেনের লোকজনকে হুমকী ধামকী দেয়া শুরু করেন। তারা লাঠি শোঠা নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন পাড়াতে মহড়াও দিতে থাকেন।

জিকরিয়ার নেতৃত্বে মকলেছ হোসেন, তারিক হোসেন, কিবরিয়া, মিজানুর রহমান, মারুফ হোসেন, ফারুক হোসেনসহ ২৫/৩০ জন লোক নিয়ে মহড়া শুরু করেন। এক পর্যায়ে ফিরোজ আহমেদের লোকজনও লাঠি শোঠা হাতে নিয়ে বেরিযে পড়েন মোকাবেলা করতে। এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। খবর পেয়ে গাংনী থান পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে পৌছানোর পর ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যান তারা।

ইউপি সদস্য ফিরোজ জানান, নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই জিকরিয়া সাধারণ ভোটারদের বিভিন্নভাবে হুমকী দেয়া শুরু করেছেন।

লাঠি শোঠা নিয়ে বাড়ি বাড়ি হামলা করেছে। তার ভয়ে গ্রামের প্রায় অর্ধশত লোক এখন পালিয়ে গেছে। বর্তমানে গাঁড়াডোব গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো সময় ঘটতে পারে রক্তক্ষয়ী সংঘঁর্ষ। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কালিয়ায় ১২ ইউপির ১০টিতে নৌকার হার, আ.লীগের জয়ী দুজন

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১০টিতেই নৌকার প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। ১০টির মধ্যে ৯টিতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। একটিতে জয়ী হয়েছেন সিপিবি নেতা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নয়টি ইউপিতে জয় পাওয়া আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীরা দলীয় সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। নির্বাচনের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের রিটার্নিং কর্মকর্তারা গতকাল রোববার রাতে এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞাপন
দলীয় সূত্রে ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে বিজয়ী দুজন নারী। তাঁরা হলেন মাউলি ইউনিয়নে রোজী হক ও হামিদপুর ইউনিয়নে পলি বেগম।

বিজয়ী আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীরা হলেন ইলিয়াছাবাদে মল্লিক মো. মনিরুল ইসলাম, সালামাবাদে মোল্লা মাহাবুর রহমান, পহরডাঙ্গায় মল্লিক মাহামুদুল ইসলাম, বাবরা-হাচলায় মো. মোজাম্মেল হোসেন, পুরুলিয়ায় আমিরুল ইসলাম, চাঁচুড়ীতে মো. মেলজার হোসেন ভূইয়া, কলাবাড়িয়ায় মো. মাহমুদুল হাসান, জয়নগরে কাজী আইয়ুব আলী ও বাঐসোনাতে মো. চুন্নু শেখ।

খাশিয়াল ইউপিতে বিজয়ী হয়েছেন নড়াইল জেলা সিপিবির সভাপতি বি এম

বরকত উল্লাহ। তিনি বলেন, নৌকার প্রার্থী হালিমা বেগমের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুর সদরে একটি আ.লীগ, একটি বিদ্রোহী জয়ী

৩য় ধাপে মেহেপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ও বুড়িপোতা ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর একটি আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং অপরটিতে বিদ্রোহী প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন।

বুড়িপোতা ইউনিয়নে আওয়ামীলীগ প্রাথী শাহ জামান ১২ হাজার৬৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী রেজাউল ইসলাম (বিদ্রোহী) পেয়েছেন ১১ হাজার ৪১৩ ভোট।

কুতুবপুর ইউনিয়নে বিদ্রোহী প্রার্থী সেলিম রেজা ১৬ ৫৭৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী ইদ্রিস আলী পেয়েছেন ১০৭২৮ ভোট।

কাজিপুরে আ. লীগ প্রার্থীর ভাইয়ের হাতে স্বতন্ত্র প্রার্থী লাঞ্ছিত

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীর ছোট ভাই আসাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক চেয়ারম্যান মুহ আলম হোসাইনকে দফায় দফায় লাঞ্ছিত ও ও তার প্রচার মাইকের

ভ্যান চালকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
ভোট নিয়ে শংকা প্রকাশ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী আলম হুসাইন বলেছেন এ বিষয়ে আগামীকাল শনিবার নির্বাচন কমিশন এবং গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দেবেন।
তিনি জানান, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ভবানীপুর ও বেতবাড়িয়া গ্রামে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোট চাচ্ছিলেন। এসময় আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীর ছোট ভাই আসাদুজ্জামান, ওষধ কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধি বেতবাড়িয়া বাবলুর নেতৃত্বে কিছু ক্যাডার বাহিনী আমাকে ভোট চাইতে নিষেধ করেন। আমি বেতবাড়িয়া থেকে ভবানীপুর গ্রামে গেলে সেখানেও তারা আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আসাদুজ্জামান আমাকে ধাক্কা মারে এবং তার ক্যাডার বাহিনীর লোকজন হামলা করে। এক পর্যায়ে স্থানীয়দের সহায়তায় আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থী রেজাউল হকের সামনেই লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।
এছাড়া আলম হুসাইনের নির্বাচনী প্রচারে ভ্যানওয়ালাকেও প্রহার করে মোবাইল ছিনতাই করে নিয়েছে।
তবে স্থানীয়রা জানান, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে এলাকায় নানা উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা তৈরি হয়েছে। দলীয় প্রার্থীর ভাই আসাদুল ইসলাম বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভোটারদের মধ্যে হুমকী ধামকী দেওয়ায় ভীতি তৈরী হয়েছে। বিশেষ করে বেতবাড়িয়া, ভবানীপুর, পীরতলা ভোট কেন্দ্রগুলোতে অবাধ, সুষ্ঠ ভোট নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছে ভোটাররা।
অপর স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল আলীমও অভিযোগ করে বলেছেন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে কঠোর নজরদারী করতে হবে।

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিতে গণঅনশনে নামছে বিএনপি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।তিনি খালেদা জিয়াকে বিদেশ নিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার দাবিতে দলীয় কর্মসূচিও ঘোষণা করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল জানান, ২০ নভেম্বর সারা দেশে গণঅনশন পালন করবেন বিএনপি নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার দলের সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। বিদেশে নিয়ে গিয়ে তার জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন। আমরা আবারও সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অনতিবিলম্বে তাকে বিদেশ নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হোক।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, ২০ নভেম্বর (শনিবার) খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা ও তাকে মুক্তির দাবিতে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত গণঅনশন কর্মসূচি পালন করা হবে। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে সারা দেশে এ কর্মসূচি পালন করা হবে।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘এ মহীয়সী নারী গ্রাম থেকে গ্রামে চারণ কবির মতো গান গেয়ে গণতন্ত্রের জন্য জনগণকে উজ্জীবিত করেছেন। ১৯৯১ সালে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সরকার গঠন করেন। আজীবন সংগ্রামী নেত্রী লড়াই সংগ্রাম করে কাটিয়েছেন তার সারাটা জীবন। ২০০৭ সালের সেনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বিএনপি ও জিয়া পরিবারকে ধ্বংসের কাজ শুরু হয়।’

তিনি বলেন, ‘খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন করার পরও সরকার সেই সুযোগ দিচ্ছে না। আমরা অবিলম্বে খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠিয়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে সরকারের এখতিয়ার।’

তবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বেশ কয়েকবার সাফ বলে দিয়েছেন, খালেদা জিয়ার করা আবেদনটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী আগেই নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় তাকে বিদেশ যেতে অনুমতি দেওয়ার আইনি কোনো সুযোগ নেই। তিনিও কয়েকবার এও বলেছেন, সাজা স্থগিতের পর শর্ত সাপেক্ষে মুক্ত বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বিদেশে যেতে চাইলে জেলে গিয়ে তাকে নতুন করে আবার আবেদন করতে হবে।

আজ (১৮ নভেম্বর) জাতীয় সংসদে আবারও আইনমন্ত্রী বলেছেন, ‘৪০১ ধারায় নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া বিষয় নিয়ে পুনরায় বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের আইনের বইয়ে এটা নেই। ওনারা যদি দেখাতে পারেন, আমরা তো বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু এটা আইনের বইয়ে নাই, ওনারাও দেখাতে পারবেন না, বিবেচনার প্রশ্নই আসে না।’

এদিকে গ্লাসগোতে কপ-২৬ সম্মেলন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে সদ্যসমাপ্ত সফর নিয়ে গতকাল (১৭ নভেম্বর) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি চেয়ারপারসনকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিতে সুযোগ না দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারপ্রধান বলেন, ‘আমার কাছে চান কীভাবে বলেন তো? খালেদা জিয়াকে কারাগার থেকে বাসায় থাকতে দিয়েছি, চিকিৎসা করতে দিয়েছি, এটাই কি বেশি নয়?’ তিনি এও বলেন, ‘আপনাকে কেউ যদি হত্যা করার চেষ্টা করত, আপনি তাকে গলায় ফুলের মালা দিয়ে নিয়ে আসতেন?’

খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে তাকে বাইরে পাঠানো নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সে বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার বক্তব্য জানতে চান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমাকে মারতে অনেক চেষ্টা করেছে। এরপর খালেদার ওপর আমায় মায়া দেখাতে বলেন। আমার হাতে যেটুকু আছে, তার মাধ্যমে তাকে বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছি।এখন এটা সম্পূর্ণ বিচার বিভাগের বিষয়।’

উল্লেখ্য, দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হয়ে খালেদা জিয়া ২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান। করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে গত বছরের ২৫ মার্চ সরকার শর্তসাপেক্ষে তাকে সাময়িক মুক্তি দেয়। এ পর্যন্ত তিন দফায় খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়। তবে বিএনপির নেতারা খালেদা জিয়ার শর্তসাপেক্ষে এ মুক্তিকে ‘গৃহবন্দি’ বলছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন করা হলেও সরকার তা নাকচ করে দেয়। তাকে দেশে থেকেই চিকিৎসা নিতে হবে বলে শর্তও দেওয়া হয়েছে।

সূত্র-যুগান্তর

কোটচাঁদপুরে আ.লীগের ১৭ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ইউপি নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার অভিযোগে উপজেলা আ.লীগের ৪ নেতা সহ সহযোগি সংগঠনের ১৭ জন নেতাকে বহিস্কার করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধায় উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি ও সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে নৌকার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার অভিযোগে আ.লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ (ঠ) ধারা অনুযায়ী ১৭ জন নেতাকে বহিষ্কৃার করা হলো।

বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, উপজেলা আ.লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বদরুজ্জোহা লাবু, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মজনুর রহমান, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আজিজুর রহমান মানিক ও সদস্য নজরুল ইসলাম নজু সহ সহযোগি সংগঠনের সাবদারপুর ইউনিয়নে তাফসিরুজ্জামান (তপন), হিরন খান। দোড়া ইউনিয়নে আব্দুল জলিল বিশ্বাস, আশরাফুল আলম, শামীম আরা হ্যাপী, জাকির হোসেন মিঠু। কুশনা ইউনিয়নে আতিয়ার রহমান, আব্দুর রশিদ, রওশন মালিথা, গোলাম কিবরিয়া বিপ্লব, বলুহর ইউনিয়নে শাহাজান আলী, রফিউদ্দিন মল্লিক ও শফিকুর রহমান। বহিষ্কৃত আ.লীগের এই ১৭ জন নেতাই দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

মুজিবনগরের মহাজনপুর ইউনিয়নে

ভোট পুনঃগণনার দাবিতে মানববন্ধন

মুজিবনগরের মহাজনপুর ইউনিয়নের ১ ও ২ নং ওয়ার্ড যতারপুর গ্রামের ভোট পুনগণনার জন্য মানববন্ধন করেছে নৌকার প্রার্থী। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে নেতৃত্বে দেন মহাজনপুর ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী রেজাউর রহমান নান্নু।
মানববন্ধনের নৌকার প্রার্থী রেজাউর রহমান নান্নু বলেন, যতারপুর গ্রামে এক ও দুই নম্বর কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী মো হোসেন মিলুর লোকজন ভয়-ভীতি প্রদর্শন সহ কেন্দ্র দখল করে নৌকা প্রতীকের এজেন্টের দায়িত্ব পালনে বাধা দান প্রদান করে।সেইসাথে ভোটগ্রহণ গণনা পরবর্তী দুই ঘন্টা পর ভোট গণনা পোলিং অফিসার ও অফিসার এর স্বাক্ষরিত কোন শিট প্রদান করা হয়নি। পরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। তাই আমি অবিলম্বে উক্ত দুটি কেন্দ্রে ভোট গণনা অনিয়মের সঠিক তদন্ত দাবি করছি।
এসময় মহাজনপুর এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধন পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও নির্বাচন অফিসার বরাবর ভোট পুনঃগননার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

যুবলীগের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

আওয়ামী যুবলীগের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের এই দিনে যাত্রা শুরু হয় যুবলীগের। বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সংগঠনটি আজ পা রেখেছে ৫০ বছরে।

ফজলুল হক মনি ছিলেন যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে দেশের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এই সংগঠনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যুবলীগ সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

তবে গত কয়েক বছরে ক্যাসিনো কেলেঙ্কারি, চাঁদা ও টেন্ডারবাজি, কমিটি বাণিজ্য, অনুপ্রবেশসহ নানা কারণে ভাবমূর্তির সংকট দেখা দিয়েছিল।

সেখান থেকে কলঙ্ক ঘুচিয়ে শৃঙ্খলা ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৯ সালে আসে নতুন নেতৃত্ব। গত প্রায় দুই বছরে নতুনদের নেতৃত্বে কলঙ্ক ঘুচিয়ে শুদ্ধ পথে যাত্রা করেছে এই সংগঠন।

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ভোর ৬টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল সাড়ে ৮টায় ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, সকাল সাড়ে ৯টায় বনানী কবরস্থানে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনিসহ ১৫ই আগস্ট নিহত সব শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বেলা ১১টায় শিল্পকলা একাডেমিতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভার উদ্বোধন করবেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও যুবলীগের সাবেক সভাপতি আমির হোসেন আমু।

প্রতিষ্ঠাবাষিকীতে যুবলীগের অগনিত নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাঈনুল হোসেন খান নিখিল।

গাংনীর সাহারবাটির ধর্মচাকী

ভোট কেন্দ্রে বাঁধার অভিযোগ

গাংনীর সাহারবািটিইউনিয়নের ভোমরদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালেয় কেন্দ্রে ভোট দানে বাধা দানের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সকালে ভোট শুরু হওয়ার পরপরই নৌকা সমর্থিত প্রার্থীর লিখন হোসেন নামের এক কর্মি বিদ্রোহী প্রার্থীর ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে বাধা প্রদান করেন। পরে স্থানীয় সাংবাদিক ও প্রশাসনের লোকজন যাওয়াতে পালিয়ে যায় লিখন হোসেন।

এ প্রসঙ্গে নৌকার প্রার্থী মশিউর রহমান জানান, তার লোকজন এটা করেনি। তিনি বলেছেন ভোট প্রতিটি কেন্দ্রে সুষ্ঠভাবেই শুরু হয়েছে।এখানে কোনো ঝামেলা নেই। তবে হিজলবাড়িয়া কেন্দ্রটি ঝুকিপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।